

Department of Patents, Industrial Designs and Trademarks



পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর	
ডকেট নং-	তার-
(ক)	পরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
(খ)	পরিচালক (পেঃ ও ডিঃ)
(গ)	পরিচালক (ট্রেডমার্কস)
(ঘ)	পরিচালক (ডাব্লিউটিও)
(ঙ)	পরিচালক (জি আই)
(চ)	সিস্টেম এনালিস্ট
(ছ)	উপপরিচালক (প্রঃ ও অর্থ)
মহাপরিচালক	

Ministry of Industries

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)
JOURNAL

“চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আম”

GI Journal No. 68

Published on : 20 AUG 2026
www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র :

- (১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফি সহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০১ (এক) এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জিআই ফরম-০২ (দুই) এ আবেদন করিতে হইবে।
- (২) প্রতিটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন।
- (৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।
- (৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি :

- (১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।
- (২) ফি মহাপরিচালক বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।
- (৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপরিপূর্ণ ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা :

- (১) সকল আবেদনপত্র বাংলা অথবা ইংরেজি ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।
- (২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর :

- (১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-
 - (ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;
 - (খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;
- (২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে—
 - (ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং
 - (খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি :

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কানার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি :

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

- (ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-
 - (অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;
 - (আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;
 - (ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং
 - (ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;
- (খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;
- (গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;
- (ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;
- (ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ ;
- (চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;
- (ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ “স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক” অথবা উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত “শিল্প মানদণ্ড” থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;
- (জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিতকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (mechanism) সম্পর্কিত বিবরণ ;
- (ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যাখিত কপি ;

- (এ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;
- (ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;
- (ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখণ্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ, এবং
- (ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য-জ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন :

- (১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদনপত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং মহাপরিচালক কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।
- (২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে মহাপরিচালকের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।
- (৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।
- (৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার :

- (১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক মহাপরিচালক প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা :

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে:

মহাপরিচালক
পেটেন্ট, শিল্প-নকশা ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-২২৩৩৮০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ dg@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-১০৩

আবেদনের তারিখ : ০৭-১০-২০২৫ ইং

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য “চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আম” যা শ্রেণি ৩১ এ অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম : “চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আম”

শ্রেণি : ৩১

ক) আবেদনকারীর নাম : মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা।

খ) ঠিকানা : আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৬৩০০।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা : উৎপাদনকারীগণের তালিকা প্রদান করা হয়েছে। পরবর্তীতে তালিকায় আরও উৎপাদনকারীর নাম সংযোজিত হতে পারে।

ঘ) প্রকার : আমের জাত - চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আম। এটি একটি আগাম মৌসুমী জাত। মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহ হতে জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে পরিপক্ব হয়।

ঙ) স্পেসিফিকেশন :

ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। ফলটি গড় দৈর্ঘ্য ৮.৬ সে.মি., প্রস্থ ৬.৪ সে.মি., পুরুত্ব ৫.৭ সে.মি. এবং ওজন ২০৮ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং কমলা। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ২২.৬%। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটির গড় দৈর্ঘ্য ৬.৮ সে.মি., প্রস্থ ৩.৪ সে.মি., পুরুত্ব ২.১ সে.মি. এবং ওজন ৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৬৫ ভাগ।

চ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা :

আম পৃথিবীর বিভিন্ন ফলের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল। এটি বাংলাদেশেও জনপ্রিয় এবং সুস্বাদু ফল। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অধীন শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটের রাজার বাগানে এবং একই উপজেলার মনাকশার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরীর বাগানে উৎকৃষ্ট গোপালভোগ জাতের আমসহ আরো অনেক জাতের চাষাবাদ হতো। গোপালভোগ উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি আগাম মৌসুমী এবং খুবই জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল মাঝারি আকারের এবং অনেকটা ডিম্বাকৃতির। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এ ফল গড় দৈর্ঘ্য ৮.৬ সে.মি., প্রস্থ ৬.৪ সে.মি.,

পুরুত্ব ৫.৭ সে.মি. এবং ওজন ২০৮ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের রং সামান্য হলদে এবং শাঁসের রং কমলা। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, গন্ধ আকর্ষণীয় ও বেশ মিষ্টি। গড় মিষ্টতা ২২.৬%। ফলের খোসা সামান্য মোটা ও শক্ত এবং আঁটি পাতলা। আঁটি গড় দৈর্ঘ্য ৬.৮ সে.মি., প্রস্থ ৩.৪ সে.মি., পুরুত্ব ২.১ সে.মি. এবং ওজন ৪০ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় আহারোপযোগী অংশ শতকরা ৬৫ ভাগ। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২য় সপ্তাহ থেকে আম পাকা শুরু করে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৫-৭ দিন সময় লাগে। ফলন খুবই ভালো তবে অনিয়মিত। ফল পরিপক্ব হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় চার মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুত্ব ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৯২.০ ও ৮.০ ভাগ। দেশের সর্বত্র চাষাবাদ করা যেতে পারে। এ জাতের গাছ ছড়ানো প্রকৃতির। উচ্চতা প্রায় ১১ থেকে ১৩ মিটার। একান্তরক্রমিক ফল দেয়। পাতা মধ্যম আকৃতির এবং বল্লম আকৃতির। পাতার বোঁটার দৈর্ঘ্য ৪-৫ সে.মি., পত্রফলক এর দৈর্ঘ্য ১৯.০-২২.৫ সে.মি. এবং প্রস্থ ৫-৬ সে.মি. ; কচি পাতার রং সবুজ এবং পাতার প্রান্তসূঁচালো। পুষ্পমুঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্য ২৪ সে.মি., প্রস্থ ১৪ সে.মি., ফুল উভলিঙ্গ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আমের ডি এন এ সিকুয়েন্সিং ও এমপ্লিফিকেশনের ছবি নিচে সন্নিবেশিত হয়েছে।

Sequencing of rDNA amplicon : Each fragment amplified from Gopalbhog variety was cut and purified using DNA purification kit (Beijing Sunbiotech Co., Ltd. Beijing, China) and send the sample for sequencing to the company (Beijing Sunbiotech Co. Ltd., Beijing, China). The sequences of commercial variety Gopalbhog and GenBank accession numbers are given below ;

Gopalbhog (KC793992) :

ACATTTTTTCCTCAACTTCTTGGCCTAAGCGGCCATAGTCCCTCTAAGAA
GCTGGCCACGAAGGGTACACCTCCGCATAGCTAGTTAGCAGGCTGAGGT
CTCGTTCGTTAACGGAATTAACCAGACAAATCGCTCCACCAACTAAGAA
CGGCCATGCACCACCACCCATAGAATCAAGAAAGAGCTCTCAGTCTGTCT
AATCCTTACTATGTCTGGACCTGGTAAGTTTCCCCGTGTTGAGTCAAATT
AAGCCGCAGGCTCCACTCCTGGTGGTGCCCTTCCGTCAATTCCTTTAAGT
TTCAGCCTTGCGACCATACTCCCCCGGAACCCAAAGACTTTGATTTCTC
ATAAGGTGCCAGCGGAGTCCTAAAAGCAACATCCGCTGATCCCTGGTCTG
GCATCGTTTATGGTTGAGACTAGGACGGTATCTGATCGTCTTCGAGCCCC
CAACTTTCGTTCTTGATTAATGAAAACATCCTTGGCAAATGCTTTCGCAG
TTGTTCGTCTTTCATAAATCCAAGAATTTACCTCTGACTATGAAATACG

AATGCCCCCGACTGTCCCTGTTAATCATTACTCCGATCCCGAAGGCCAAC
 AGAATAGGACCGAAATCCTATGATGTTATCCCATGCTAATGTATACAGA
 GCGTAGGCTTGCTTTGAGCACTCTAATTTCTTCAAAGTAACAGCGCCGGA
 GGCACGACCCGGCCAGTTAAGGCCAGGAGCGCATCGCCGACAGAAGGG
 ACGAGCCGACCGGTGCACACCGCGAGGCGGACCGGTCGACCCAACCCA
 AGGTCCAACACTACGAGCTTTTTAACTGCAACAACCTTAAATATACGCTATTG
 GAGCTGGAATTACCGCGGCTGCTGGCACCAGACTTGCCCTCCAATGGAT
 CCTCGTTAAGGGATTTAGATTGTACTCATTCCAATTACCAAGCTCGAAGA
 GCCCGGTATTGTTATTTATTGTCACTACCTCCCCGTGTCAGGATTGGGTA
 ATTTGCGCGCCTGCTGCCTTCCTTGGATGTGTAGCCGTTTCCAGCTCCCG
 GC

Amplification of DNA extracted from Gopalbhog variety :

The DNA of Gopalbhog variety was extracted and amplification by UCB-840 ISSR primers and it was successfully amplified and produced two distinct bands. The amplification result was represented at lane 9.

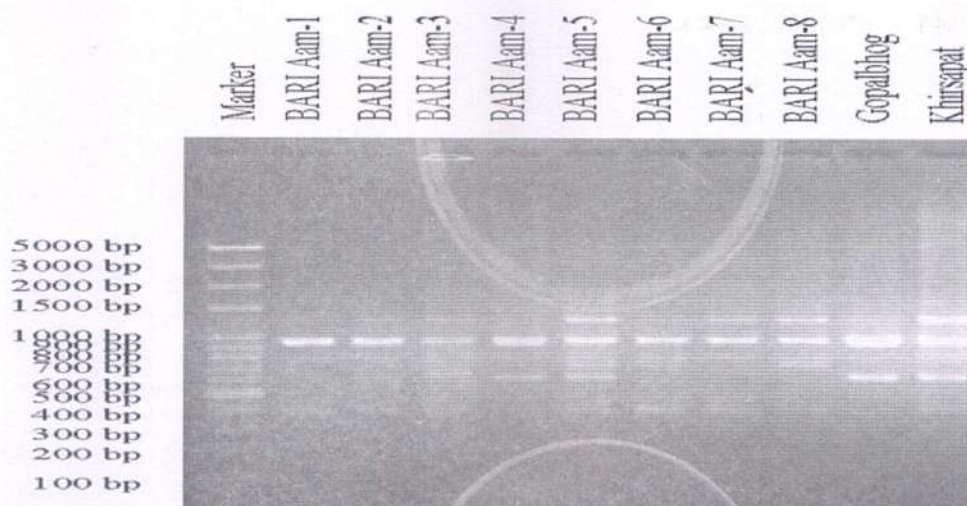
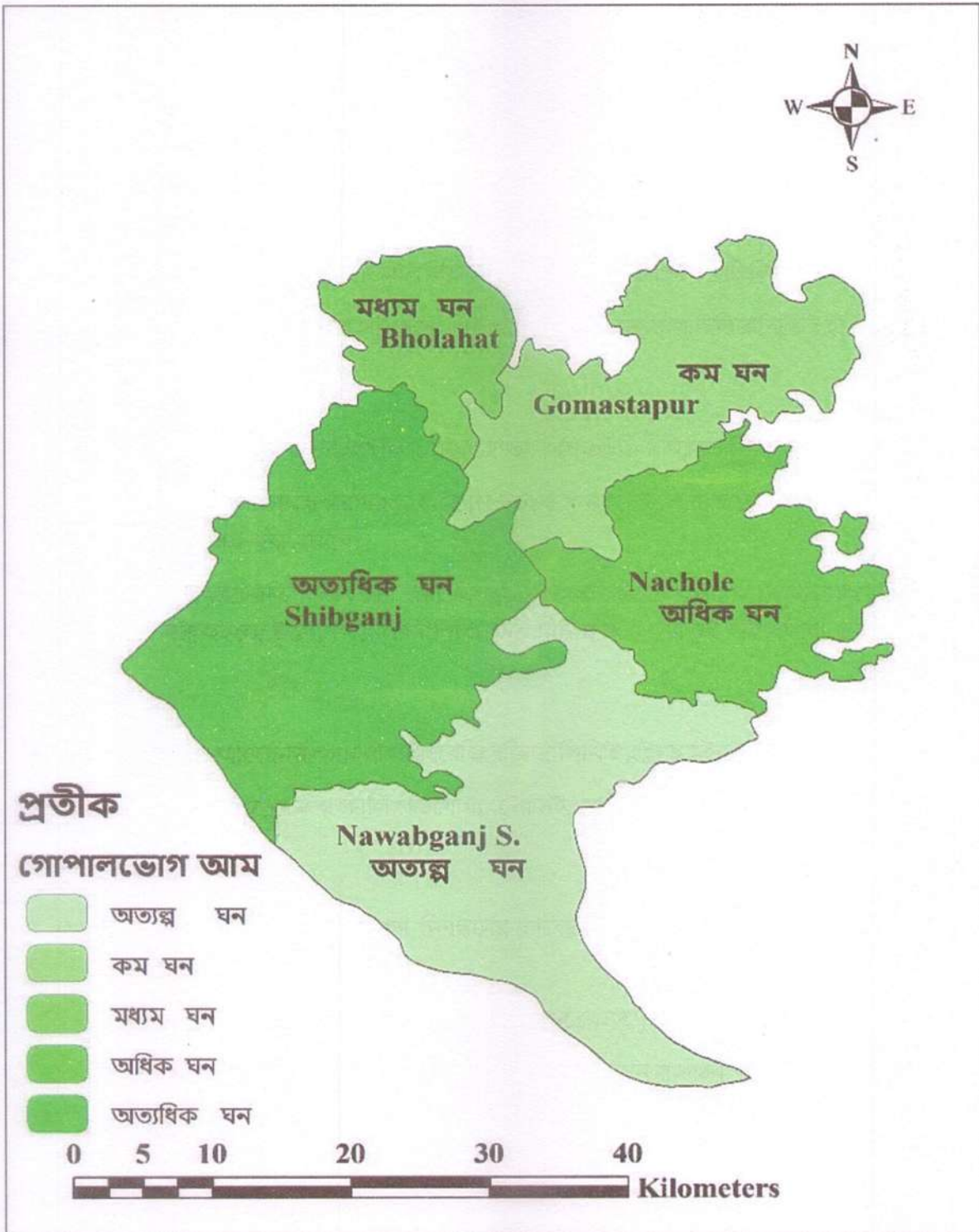


Fig. Amplification profile of 10 mango cultivars or varieties employing UCB-840 primer. Five μ l of amplification products of each mango variety was loaded on a 1.5% agarose gel, subjected to electrophoresis at 100 V for 48 min, and stained with ethidium bromide. Name on the top of the lanes represented varieties of mango. Each variety successfully amplified at different length by UCB-840 primer.

জ) উৎপাদনের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র :

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার পাঁচটি উপজেলায় এই জাতটি প্রচুর পরিমাণে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে যা চিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হলো। দেশ বিভক্তির পর অনেক আম বাগান বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। ফলে এই জেলাতে বিভিন্ন জাতের আমের সমাহার ঘটে। ভারত ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক আম বাগানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার কানসাটে একটি বিরাট ঐতিহাসিক আম বাগান রয়েছে। এটির আয়তন দুইশত বিঘা এবং বাগানটির বয়স দুইশত বছর। প্রকাশ থাকে যে, ময়মনসিংহের মহারাজা সুতাংশ কুমার আচার্য বাহাদুর ব্রিটিশ যুগে এ আম বাগান গড়ে তোলেন। তিনি এখানে এসে কানসাটের কাচারি বাড়িতে থাকতেন এবং তাঁর বাগান দেখাশুনা করতেন। তা ছাড়া আরো একটি ঐতিহাসিক আম বাগান চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার মনাকশায় রয়েছে। এটি চৌধুরীদের আম বাগান নামে খ্যাত। এটির আয়তন ৩৫ বিঘা এবং ১৫০ বছরের পুরাতন আম বাগান। এটি মনাকশার জমিদার শাহ মোহাম্মদ চৌধুরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেখাশুনা করেন। ভোলাহাট উপজেলায় কাজী জালালের একটি পুরাতন আম বাগান রয়েছে। উল্লেখিত ঐতিহাসিক আম বাগান গুলোতে গোপালভোগ সহ আরো উৎকৃষ্ট জাতের আমের চাষাবাদ হতো।





চাঁপাইনবাবগঞ্জের মানচিত্র

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোপালভোগ আম উৎপাদন এরিয়া মানচিত্রে দেখানো হলো

ঝা) উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] :

প্রায় দুইশ বছরের প্রাচীন লোকসংগীত আলকাপ গান। চাঁপাইনবাবগঞ্জের আলকাপ গান এখন টিকে আছে তার অনন্য বৈশিষ্ট্যের কারণে। আলকাপ গানে সমসাময়িক বিষয়গুলো তুলে ধরা হয় বস্তুনিষ্ঠভাবে। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিশিষ্ট আলকাপ সরকার (১৯৩৫-২০০৪) অসংখ্য গান গেয়েছেন বিভিন্ন অঞ্চলে। তাঁর সংগৃহীত আলকাপ গানের বন্দনা ছড়ায় চাঁপাইনবাবগঞ্জের আমার ঐতিহ্যের কথা জানা যায়। ১৯৫৫ সালে তিনি আম বিষয়ক একটি বন্দনা ছড়া সংগ্রহ করে আসরে পরিবেশন করেন (..... মহারাজপুরে মিয়া বাগান... পাওয়া যাবে গোপালভোগ আম)। মাহবুব সিদ্দিকীর আম গ্রন্থে (পাতা নং ৯৯) এ গোপালভোগ আমার বর্ণনা পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীর সেলিম তার জিআই পণ্য ফজলি আম উপাখ্যান গ্রন্থে (পাতা নং ২২) গোপালভোগ আমার জিআই সনদের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সাকির আহমদ তার জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ গ্রন্থের মুখবন্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জে তার জন্মেরও অনেক আগে থেকে গোপালভোগ আমার উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। এই সমস্ত তথ্যসমূহ প্রমাণ করে এই অঞ্চলে দীর্ঘদিন যাবৎ বাণিজ্যিকভাবে গোপালভোগ আম চাষাবাদ হয়ে আসছে।

ঞা) উৎপাদন পদ্ধতি :

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০-২০০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম বাগান তৈরী ও আম উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে বাংলাদেশে আম বাগান গড়ে উঠেছে। আম বাগান তৈরীর জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। পরে নক্সা অনুযায়ী জনপ্রিয় বর্গাকার পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আমার চারা রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে আম গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভাল। রোপণের আগে ১x১x১ মিটার বিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপর পাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০-১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার সময় উপরের মাটির সাথে ১০ কেজি গোবর সার, ৫০ গ্রাম টিএসপি, ২৫০ গ্রাম এমপি, ২৫০ গ্রাম জিপসাম ও ৫০ গ্রাম জিংক সালফেট ভালোভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভর্তি করতে হবে। গর্ত ভর্তির ১০-১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগিয়ে চারদিকে মাটি দিয়ে চাপ দিতে হবে। রোপণের পরে গাছে সেচ দিতে হবে এবং একটি শক্ত খুঁটি দ্বারা বেঁধে দিতে হবে। চারা লাগানোর পর প্রথম ২ বছর গাছের গোড়া থেকে নতুন ডালপালা গজালে তা কেটে ফেলতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা কেটে ফেলতে হবে এবং পাতাকাটা উইভিল কচি পাতা কেটে ফেললে কার্বারিল গুপের কীটনাশক ২ গ্রাম/লিটার পানিতে দিয়ে স্প্রে করতে হবে। গাছের বয়স ৩ বছর হল ফল নেওয়া যাবে। ফলন্ত গাছের পরগাছা, শুকনা ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাটাই করতে হবে। বছরে দুইবার আম গাছে সার প্রয়োগ করতে হবে। বর্ষার শুরুতে একবার এবং বর্ষার পরে আরেকবার সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পরে প্রয়োজনীয় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে পুষ্পমুঞ্জুরী বের হওয়া সম্পন্ন হলে এবং আম মটর দানার মত হলে এই দুই অবস্থায় সেচ প্রদান করতে হবে। আম গাছে রোগ ও পোকা দমনের জন্য অনুমোদিত ছত্রাক নাশক ও কীটনাশক প্রয়োগ করতে হবে।

ট) অনন্য বৈশিষ্ট্য :

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আমের পাল্ল দৃঢ় হওয়ায় এটি বিদেশীদের মত বিভিন্ন ডিজাইন করে কেটে খাওয়া যায়। এ জাতের আমের আঁটিতে কোন আঁশ নেই এবং আম খেতে খুবই সুমিষ্ট। চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাটি কৃষি পরিবেশ অঞ্চল ১১ এর উচ্চ গঙ্গা নদী প্লাবন ভূমির অন্তর্ভুক্ত। ভালোমানের গোপালভোগ আম উৎপাদন এলাকার মাটির পিএইচ ৬.৫-৭.৫ প্রয়োজন, যা উক্ত এলাকায় রয়েছে। এছাড়াও এই অঞ্চলের আবহাওয়া আমের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। সাধারণত দেখা যায়, আম গাছে মুকুল আসার সময়ে আবহাওয়া শুষ্ক ও ঠান্ডা এবং আমের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সময়ে শুষ্ক ও গরম (২৭-৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) থাকে ফলে আমের ফলন মান উভয়ই ভালো হয়। আমের মুকুল আসার সময় বা মুকুল বের হবার পরে বৃষ্টিপাত হলে বিভিন্ন রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ হতে পারে এবং আমের বৃদ্ধি ও পরিপক্বতার সময়ে বেশি বৃষ্টি হলে আমের গুণগতমান খারাপ হয়। এদেশের অন্য জেলাগুলোতে আম উৎপাদন হলেও মাটি ও আবহাওয়ার পার্থক্যের কারণে চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোপালভোগ আমের মতো গোপালভোগ আম উৎপাদন সম্ভব নয়।

ঠ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের ব্যবহারকাল: ১৯৩০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়।



চিত্র-১ : পরিপক্ব আম



চিত্র-২ : কাটা অবস্থায় আম এবং আঁটির ছবি



চিত্র-৩ : বয়স্ক গাছের ছবি



চিত্র-৪ : গাছে থাকা পরিপক্ব আম

ড) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ :

ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী। এই প্রতিষ্ঠানটি দীর্ঘদিন যাবত আমসহ অন্যান্য ফল নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

ঢ) অন্যান্য :

একান্তরক্রমিক ফল ধারণ। অর্থাৎ এই জাতটি এক বছর প্রচুর ফল আসে এবং পরের বছর কম পরিমাণে ফল আসে।

ণ) তথ্যসূত্র :

- ১। আম, লেখক মাহবুব সিদ্দিকী, আগামী প্রকাশন।
- ২। জি আই পণ্য ফজলি আম উপাখ্যান, লেখক জাহাঙ্গীর সেলিম, প্রকাশক বরেন্দ্র কৃষি উদ্যোগ।
- ৩। জাতীয় বৃক্ষ আমগাছ, লেখক সাক্ষির আহমদ।
- ৪। নবাবগঞ্জের আলকাপ গান, লেখক মাহবুব ইলিয়াস, প্রকাশক বাংলা একাডেমী।

For official use only

Printed by: Md. Maniruzzaman, Deputy Director (Deputy Secretary),
Government Printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: MD. Nazrul Islam, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.